যুগান্তর

তারিখ ০৪ JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে আন্দোলনে যাচ্ছে বিভিন্ন সংগঠন

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা খাতে কম বরাদ্দের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যাচ্ছে দেশের শিক্ষক ও শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন পেশাজীবী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও)। রোববার বিকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এমন ঘোষণা দেয়া হয়। ঘোষণায় বলা হয়, এ সরকারই একসময় মোট বাজেটের ১৪ ভাগ শিক্ষায় বরাদ্দ দিয়েছিল। অথচ এবার মাত্র ১০ দশমিক ৭ ভাগ বরাদ্দ দিয়েছে। গত বছরের মতো নতুন অর্থবছরের বাজেটে কমপক্ষে ১১ দশমিক ২ ভাগ এ খাতে বরাদ্দ দিতে হবে। এ দাবি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এবং জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে সূচনা বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভা প্রধান অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ। প্রধান আলোচক ছিলেন অর্থনীতিবিদ ও জাতীয় শিক্ষা প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান এবং পিকেএসএফের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ। গেস্ট অব অনার ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশনের সহসভাপতি রাশেদা কে. চৌধুরী। এছাড়া শিক্ষক ও কর্মচারী নেতারা এতে বাজেটের ওপর তাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বলা হয়, গত বছর শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের ১১ দশমিক ২ ভাগ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৭ ভাগ। অপরদিকে গেল বছর এ খাতে মোট জিডিপির ২.১৩ ভাগ বরাদ্দ ছিল। কিন্তু এবার তা দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৮৪ ভাগ। এভাবে বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষার তো নয়ই, জাতির উন্নয়নও সম্ভব নয়।

ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ শিক্ষানীতি ও বাজেটের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, অর্থনীতি বাজেটের আগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশনের ওপর গুরুত্বের কথা বলেছেন। কিন্তু বাজেটে এ তিন খাতেই বরাদ্দ কম। তিনি বলেন, জাপান ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বাজেটের ৪৩ ভাগ শিক্ষায় বরাদ্দ দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারা এত বড় ধকল পোহায়। এরপরও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশটি দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় তিনি প্রস্তাবিত বাজেটের বরাদ্দ গত বছরের মতো আর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মোট বাজেটের ১৪ ভাগ বরাদ্দের লক্ষ্যে সরকারি মহলে দেন-দরবার করার ঘোষণা দেন। রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বাজেটে একটি সরকারের দর্শন থাকে। আমি অর্থমন্ত্রীর কথা শুনছিলাম আর মুগ্ধ হচ্ছিলাম। তিনি অনেক কিছুই বলেছেন। শিক্ষার বিভিন্ন দিক উন্নয়নের কথাও বলেন। কিন্তু দর্শন তুলে ধরার পর যখন তিনি বরাদ্দের ঘোষণা দিলেন তখন আমি হোঁচট খেলাম। দর্শনটা বরাদ্দে দেখিনি। সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার পদ্মা সেতু। কিন্তু দেশকে মধ্য আয়ের দেশে নিয়ে যাওয়ার ও মানবতা সক্ষমতা অর্জনের 'সেতু' হচ্ছে 'শিক্ষা'। অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমদ বাজেটের বিভিন্ন দিক, সেই বিবেচনায় জাতীয় শিক্ষানীতির দাবি পূরণের সক্ষমতা এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে শিক্ষার অগ্রাধিকারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।